যুগান্তর

তারিখ ... 12 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

নিবিড় পর্যবেক্ষণে ৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

আইন লংঘন করে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া বেসরকারি ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিবিড় পর্যবেক্ষণে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এসব প্রতিষ্ঠানকে ডিসেম্বরের মধ্যে ভাড়া বাড়ির ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে। তার আগেই কোন মাসে ক্যাম্পাসের কতটুকু অংশ নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তর করা হবে, সে তথ্য ইউজিসির কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে সংস্থাটি ক্যাম্পাস স্থানান্তর কাজের অগ্রগতি তদারক করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, উল্লিখিত ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ক্যাটাগরিতে রয়েছে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠান যদি আগামী জানুয়ারির মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ না করে, তাহলে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হবে। অপর ক্যাটাগরিতে থাকা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সেমিস্টার পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। এরপর এ বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকার কথা। যদিও রাজধানীর টিকাটুলি এলাকায় অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি চলতি সেমিস্টারেও শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে বলে জানা গেছে।

নিজস্ব জায়গায় ক্যাম্পাস স্থানান্তর কার্যক্রম

গত ৪ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে পৃথক চিঠিতে এ সিদ্ধান্তের কথা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো ট্রাস্টি বোর্ডে দ্বন্দ্বসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ কারণে এ দুটির কাছে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া সংক্রান্ত কোনো তথ্যই চাওয়া হয়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয় দুটি হচ্ছে দারুল ইহসান এবং ইবাইস ইউনিভার্সিটি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, পুরনো ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেছে। আমরা তাদের শর্তসাপেক্ষে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। অবশিষ্ট ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় তিন ধরনের। এর মধ্যে ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা চিঠি দেয়া হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পেয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে এসব বিশ্ববিদ্যালয় কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয় এ সেমিস্টার (গ্রীষ্মকালীন) থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। বাকি দুটির বিষয়ে মন্ত্রণালয় আগে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান চায়।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সাল থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার তিন দফা আলটিমেটাম দিয়েও স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিতে পারেনি। তাই চতুর্থ দফায় সময় বাড়ানোর পর স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর কাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। সেজন্যই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি মাসভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নেবে। এমনকি সরেজমিন পরিদর্শনেরও সিদ্ধান্ত আছে।

সূত্র জানিয়েছে, গত ৭ এপ্রিল চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'নিবিড় পর্যবেক্ষণে' নেয়ার চিঠি পাঠানো হয় ইউজিসি থেকে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তবে এ সময়ের মধ্যে অর্ধেকের মতো প্রতিষ্ঠান তথ্য দিয়েছে। বাকিরা আরও সময় প্রার্থনা করায় তাদের মৌখিকভাবে সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. দিল আফরোজা বেগম যুগান্তরকে বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শহরাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থিত। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগের স্থায়ী ক্যাম্পাস শহরের বাইরে। কিন্তু সেখানে গেলে এসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী পাবে না। তাই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাতে যেতে না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্টদের অজুহাতের শেষ নেই। এ অজুহাত যাতে তারা আর দিতে না পারে, সেজন্য শেষবারের মতো সময় বাড়ানোর পাশাপাশি সরকার কাজ তদারকির উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্ল্যান অনুযায়ীই তাদের তাগিদ দিয়ে যাব। এরপরও যদি তারা সহযোগিতা না করে, তাহলে সংশ্লিষ্টরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের চিহ্নিত ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ই আইন অনুযায়ী জমি কিনে স্থায়ী ক্যাম্পাস বানাচ্ছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন ১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছিল স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটির অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও বাকিগুলো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মন্ত্রণালয় সবাইকে গড়ে ১ বছর সময় দিয়ে বলেছে, এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ নির্দেশনা আগামী ১৯ জানুয়ারির

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

নিবিড় পর্যবেক্ষণে ৩৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পর কার্যকর হবে। সংশ্লিষ্ট আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী 'আইনানুগ' ব্যবস্থা তিনটি। তা হচ্ছে— বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাময়িক সনদ বাতিল, শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ এবং শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া। পুরোপুরি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কারণে ধন্যবাদ পাওয়া ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে— নর্থ সাউথ, ইনডিপেনডেন্ট, আহ্ছানউল্লাহ, ইস্টওয়েস্ট, প্রিমিয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গণবিশ্ববিদ্যালয়, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি। এগুলোর মধ্যে পরের ৫টি শর্তসাপেক্ষে ধন্যবাদ পেয়েছে।

নতুন ৪১টিসহ দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯৬।